সংবাদ পরিষেবা
আগস্ট – ২০১৮

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

ফসলের সহায়ক মূল্যের অতিকথা

২৪/০৮

সুব্রত কুণ্ডু

ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ নিয়ে জুলাই মাসে বেশ খানিকটা কোলাহল হল দেশ জুড়ে। সরকার বলল, প্রতিশ্রুতি মতো চাষের খরচের ৫০ শতাংশ বেশি দাম দেওয়া হবে। বিরোধীরা বলল, অসত্য বলছে সরকার। দেখা গেল, বিরোধীদের পাল্লাই ভারি। স্বামীনাথন কমিশন বলেছিল, বীজ, সার, বিষ, জল, মজুরের শ্রম, মেশিনের ভাড়া, জমির ভাড়া, পরিবারের শ্রম, বিনিয়োগ ও ঋণের সুদ ধরে মোট চাষের কাজে যা খরচ হয়, তার সঙ্গে আরো ৫০ শতাংশ জুড়ে যে দাম হবে, সেটাই ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হতে হবে।

এই হিসেবে, ধানের ক্ষেত্রে সব খরচ এবং তার ওপর ৫০ শতাংশ বেশি ধরে যদি হিসেব করা হয়, তাহলে কুইন্ট্যাল প্রতি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ২২৫০ টাকা হয়। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের কমিশন ফর অ্যাগ্রিকালচার কস্ট অ্যান্ড প্রাইসেস-এর হিসেব —মনগড়া কোনো কথা নয়। কিন্তু কুইন্ট্যাল প্রতি সরকার দেবে বলেছে ১৭৫০ টাকা। তবে এ লেখার উদ্দেশ্য পুরনো কথার জাবর কাটা নয়। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিয়ে এই কথাগুলি আপনাদের সামনে তুলে ধরা।

ভারতে মোট চাষি পরিবারের মাত্র ৬ ভাগ, তাদের কিছুটা উৎপাদন ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে বিক্রি করে। সরকারের কমিটি অন রিস্ট্রাকচারিং ফুড ক্রপ ইন ইন্ডিয়ার হিসেব একথা বলেছে। সরকারি হিসেবে দেশে মোট পরিবারের ৫২ শতাংশ, অর্থাৎ ১৩ কোটি ৫২ লক্ষ কৃষি পরিবার চাষের কাজে যুক্ত। এর মধ্যে মাত্র ৮১ লক্ষের কিছু বেশি চাষি পরিবার, তাদের ফসল ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সরকারের কাছে বিক্রি করতে পারে। তাই ভোটের বাজারে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের দাম থাকলেও, বেশিরভাগ চাষি পরিবারের জীবনে এর কোনো ভূমিকা নেই।

আপনারা হয়তো জানেন যে, মাত্র ২৫ টি ফসলের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ধরা হয়। আর যেসব ফসল অনেকদিন রাখা যায়, সেগুলিই এই ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের তালিকায় থাকে । সবজি, ফল ইত্যাদি এখানে নেই। এই তালিকায় যে ফসলগুলি রয়েছে তার মধ্যে মাত্র দুটি ফসল — ধান এবং গম — সর্বাধিক পরিমাণে সরকার কেনে।

এরাজ্যে এবং দেশে ধান যেহেতু প্রধান ফসল, তাই ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সরকারের ধান সংগ্রহের বহরটা দেখে নেওয়া যাক। পশ্চিমবঙ্গে কম বেশি ১৬০ লক্ষ টন ধান উৎপাদন হয়। এর মধ্যে ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের ফেব্রুয়ারি মাস অবধি, সরকার ২৩ লক্ষ টন ধান সংগ্রহ করেছে। অর্থাৎ উৎপাদিত ধানের মাত্র ১৫ ভাগ। আর দেশে ধান ফলে ১১১০ লক্ষ টন। কিন্তু

সংগৃহীত হয়েছে ৩৫০.৩৮ লক্ষ টন। অর্থাৎ মোট ধানের ৩১ ভাগ। এখানে আরো একটি হিসেব লুকিয়ে আছে। আমরা আগেই দেখেছি, মাত্র ৬ ভাগ চাষি পরিবার থেকে এইসব ফসল সংগৃহীত হচ্ছে। অর্থাৎ ৯৪ ভাগ চাষি এর কোনো সুযোগ পাচ্ছে না। আর এর সঙ্গে চাষির সংখ্যা, উৎপাদন এবং সংগ্রহের অনুপাত যদি দেখা হয় তবে বোঝা যাবে, বড় এবং মাঝারি চাষিরাই ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের সুযোগ বেশি পাচ্ছে। প্রান্তিক বা ছোটো চাষিদের জীবনে এর প্রায় ভূমিকা নেই বললেই চলে।

আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, চাষি ফসল উৎপাদন করবে। উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করে লাভ করবে। কারণ দেশের অন্য পেশায় যুক্ত মানুষের খাবার দরকার। তারা এই ফসল কিনে খাবে। বাকি ফসলে মূল্যযোগ করে নানা সামগ্রী তৈরি করবে শিল্প। সেইসব সামগ্রী দেশ এবং বিদেশে বাজারে বিক্রি হবে। এই প্রক্রিয়ায় কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে। সরকারেরও কিছু আয়ও হবে। একাজে সরকারের ভূমিকা ব্যবস্থাপকের। আর পুরো প্রক্রিয়াটিতে প্রাথমিক উৎপাদক হিসেবে চাষির দুটো গুরুত্বপূর্ণ দায় রয়েছে। এক চাষির নিজের এবং পরিবারের পেট চালানোর দায়। আর দেশের অন্য মানুষজনকে খাওয়ানোর দায়। এবার যদি কোনো কারণে বাজারের ওঠাপড়ায় চাষির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন সরকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিয়ে হাজির হবে চাষিকে বাঁচাতে। ব্যবস্থাটা এইভাবেই তৈরি হয়েছে।

তাহলে অনুগ্রহ নয়। চাষিকে বাঁচানো সরকারের কর্তব্য। এখানে ভালো করে লক্ষ্য করুন ন্যূনতম কথাটা। অর্থাৎ যেটা, না করলেই নয়। এজন্যই ন্যূনতম সহায়ক মূল্য। কিন্তু সরকার, বিরোধী, রাজনৈতিক দল, অর্থনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞদের ভাবখানা এমন যেন, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দিয়ে তারা চাষিদের কৃতার্থ করছে। দেশের জন্য চাষির দায় এবং ভূমিকার কোনো দাম নেই। মনে রাখা দরকার, মানুষ ন'মাসে ছ'মাসে ডাক্তারের কাছে যায়। কিন্তু চাষির কাছে দিনে তিনবেলা যেতে হয় খাবারের জন্য। তাই তাকে এড়িয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সম্পর্কে সাধারণ ধারণা। একে 'ন্যূনতম' বলা হলেও, খোলা বাজারে ফসলের দাম কিন্তু এর থেকে কম থাকে। এটি এখন তাই 'সর্বোচ্চ' মূল্য। এ বিষয়ে বিভিন্ন জেলার চাষিদের বক্তব্য, ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে খোলা বাজারে ধানের দাম বেশ 'চড়া'। তাদের মতে, ফসল তোলার সময় ৬০ কেজি বস্তার ধানের দাম ছিল ৭০০ টাকা। এখন তা ৮০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। একটু ভালো ধান হলে ৮৫০ টাকা অবধি দাম উঠছে। অর্থাৎ কুইন্ট্যাল প্রতি ১১৭০ টাকা থেকে ১৪২০ টাকা দরে ধান বিক্রি হচ্ছে। তাহলেই বুঝুন, চড়া বাজারেও ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের থেকে অনেকটাই কম দাম পাচ্ছে চাষিরা। তাদের এবং ফড়েদের কাছে 'ন্যূনতম' সহায়ক মূল্যই 'সর্বোচ্চ'।

এখানে যে প্রশ্নটি ওঠে তা হল — সব ক্ষেত্রেই উৎপাদিত সামগ্রীর দাম ঠিক করার ক্ষমতা রয়েছে উৎপাদকের। কিন্তু একমাত্র চাষিই তার উৎপাদিত ফসলের দাম ঠিক করতে পারে না। দাম নির্ধারণের বিষয়টি উৎপাদক কেন্দ্রিক হলেও, চাষির ক্ষেত্রে তা উৎপাদন কেন্দ্রিক। তাই চাষিকে প্রতিবছরই অধিক ফলনের কারণে কিছু না কিছু ফসল, বাজারে দাম না পাওয়ার জন্য নষ্ট করতে হয়। তখন সরকার, উপভোক্তা কারোরই টনক নড়ে না। কিন্তু বাজারে ধান, সবজি, ফলের দাম বাড়লে (যদিও সেই দামের বেশিরভাগটাই খেয়ে যায় ফড়ে বা মধ্যসত্বভোগীরা) তা নিয়ন্ত্রণে সরকার খড়গহস্ত হয়।

সুতরাং কয়েকটি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের গালগল্প নয়, চাষির সব উৎপাদনের মোট খরচের ৫০ শতাংশ অতিরিক্ত দাম ধরে ন্যূনতম দাম ঠিক করতে হবে। এর জন্য মূল্য নির্ধারণ কমিশনকে ঢেলে সাজাতে হবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফসলের দামের পর্যালোচনা করবে এই কমিশন। এই কমিশনে কমপক্ষে ৫০ভাগ সদস্য হবেন চাষিরা। তাঁদের নির্ধারিত দামের কমে বাজারে কোনো ফসল বিক্রি হবে না। চাহিদার তুলনায় বেশি ফসল উৎপাদিত হলে তা সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণের উপযোগী পরিকাঠামো তৈরি করবে সরকার। এক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ এবং চাষিদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সরকার থাকবে। দ্রুত এই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সেটাই এখন চাষিদের মূল দাবি।

সেনা যেমন দেশ রক্ষা করে, চাষিও দেশের রক্ষা করে ফসল উৎপাদন করে এবং দেশের মানুষকে খাইয়ে। আমরা দেখেছি ফসলের দাম না পাওয়ার কারণে গত দুই দশকে কয়েক লক্ষ চাষি তাঁদের প্রাণ দিয়েছেন। দেশরক্ষা করতে গিয়ে সেনাবাহিনীর বলিদান এই সংখ্যায় কখনো হয়নি। আর তাই চাষিদের বলিদানের কথা ভুলে গেলে বা এড়িয়ে গেলে দেশের সংকট আরো তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

চাষির মৃত্যু জলবায়ু বদলে

২৪/০৯

চমকে দেওয়ার মত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস। তাদের গবেষণার রিপোর্ট উল্লেখ করা হয়েছে, গত তিন দশকে ৫৯ হাজার চাষি এদেশে আত্মহত্যা করেছে। যার পিছনে রয়েছে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার মতো ভয়াবহ কারণ। এছাড়াও বর্ষার মরশুমে স্বল্প বৃষ্টি আরো সমস্যা তৈরি করেছে কৃষকের জীবনে। সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা দক্ষিণ ভারতে। তামিলনাড়ু, কর্ণাটকের মতো রাজ্য বেশ কয়েকবছর ধরে খরার কবলে। এদের রিপোর্টে বলা হয়েছে, কাজের সমস্যার চেয়েও জলবায়ু বদল চাষিদের ক্ষতির মুখে ঠেলে দিয়েছে। অন্যদিকে ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা তাদের রিপোর্টে বলেছে, ভারত সরকার চাষিদের সাহায্যের জন্য নানা প্রকল্পের ঘোষণা করলেও সেগুলি চাষিদের কতটা সাহায্য করছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

দুর্বল বাঘ

২৪/১০

রয়েল বেঙ্গল টাইগার ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা হারাচ্ছে প্রাণীটি। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১০০ বছর ধরে বাদাবনের বাঘ সুন্দরবনের মধ্যে টিকে আছে। সুন্দরবনের এলাকা ক্রমশ কমে যাওয়া এবং বনের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া দীর্ঘ নদীগুলি তাদের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় আটকে ফেলেছে। এতে এক এলাকার বাঘের সঙ্গে অন্য এলাকার বাঘের প্রজনন-সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে না। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে নিয়মিত নৌচলাচল ও মানুষের নানা কাজ। ফলে এই বাদাবনের বাঘের ভবিষ্যতে টিকে থাকার ক্ষমতা নষ্ট করে দিচ্ছে। স্প্রিংগার থেকে প্রকাশিত সুন্দরবনের বাঘের জিনগত কাঠামো বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্বকোষে অলচিকি

২৪/১১

উন্মুক্ত বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়ায় এবার যুক্ত হল সাঁওতালি ভাষা। দীর্ঘদিন নানা পরীক্ষা শেষে সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে সাঁওতালি ভাষার উইকিপিডিয়া সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

সাঁওতালি ভাষা যুক্ত হওয়ার মোট ৩০১টি ভাষায় ইউকিপিডিয়া চালু হল। সাঁওতালি ভাষার মানুষের সংখ্যা ভারতে প্রায় ৬৫ লাখ, বাংলাদেশে ২ লাখ ২৫ হাজার ও নেপালে ৫০ হাজার। বেশিরভাগ সাঁওতালি ভাষাভাষি মানুষ ঝাড়খণ্ড, আসাম, বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করে। এই বিশ্বকোষে সাঁওতালি ভাষার জন্য 'অলচিকি লিপি' ব্যবহার করা হয়েছে।

সূর্য গাড়ি

২৪/১২

সৌর শক্তিচালিত গাড়ির চার্জিং ব্যবস্থার শেষ পর্যায়ের পরীক্ষা শুরু করেছে জার্মানির মিউনিখের কোম্পানি সোনো মোর্টস। সায়ন নামের সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক এই গাড়িটি সৌর শক্তির মাধ্যমে চার্জ হবে। এর পাশাপাশি বিদ্যুৎ বা অন্য বৈদ্যুতিক গাড়ি থেকেও চার্জ করা যাবে গাড়িটি, এসব জানিয়েছে রয়টার্স। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সোনো মোটর্স। প্রতিষ্ঠানের তৈরি গাড়ির গায়ে সৌর কোষ লাগানো রয়েছে। এই কোষের সাহায্যে গাড়িটি চালানোর সময়ই সূর্যের আলোয় চার্জ হবে। নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি থেকে জানানো হয়েছে, এই গাড়িটিতে আধুনিক গাড়ির সমস্ত ব্যবস্থাই থাকবে। গাড়ির ছাদ, বনেট এবং পাশগুলিতে ৩৩০ টি সৌর কোষ লাগানো থাকবে। একবার সম্পূর্ণ চার্জ দেওয়া হলে গাড়িটি ২৫০ কিলোমিটার চলবে।

গাজর

২৪/১৩

গাজর শরীরের জন্য খুবই উপকারী। এটা রান্নার চেয়ে কাঁচা খাওয়াই ভালো। পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ গাজরে রয়েছে ভিটামিন এ, ভিটামিন কে, ভিটামিন সি, তন্তু বা ফাইবার এবং বিটা ক্যারোটিন ও পটাসিয়াম যা শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায়।

গাজর দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। গাজরে আছে বিটা ক্যারোটিন যা আমাদের লিভারে গিয়ে ভিটামিন-এ তে বদলে যায়। পরে সেটি চোখের রেটিনায় গিয়ে চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এতে আছে ফ্যালকেরিনল যা ব্রেস্ট, কোলন, ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। গাজর শুধু শরীরের জন্য ভালো তাই নয়, এর বিটা ক্যারোটিন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

শরীরের ক্ষয়প্রাপ্ত কোষগুলিকে পরিপূর্ণতা দেয়। তবে যাদের ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা রয়েছে তারা অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে গাজর খাবেন।

গরম পৃথিবী

২৪/১৪

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমেই বাড়ছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলি কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও আগামী কয়েক শতকের মধ্যে পৃথিবীর উষ্ণতা অনেকটাই বাড়বে। ২৩০০ সালের মধ্যেই ঘূর্ণিঝড়গুলি প্রচণ্ড শক্তিশালী হবে। খরা এবং দাবানল হবে নিত্যদিনের ঘটনা। বিশ্বের গড় তাপমাত্রা শিল্পবিপ্লবের আগের সময়ের চেয়ে ৪-৫ ডিগ্রি বেড়ে যাবে। ফলে বসবাস অযোগ্য হয়ে পড়বে পৃথিবী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিডিংস অফ দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স এর জার্নালে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বিজ্ঞানীরা এই হুঁশিয়ারি দেন। এতদিন বিজ্ঞানীরা পরিবেশ ধ্বংসে গ্রিনহাউস গ্যাসের কথা বললেও, পরিবেশ বিপর্যয়ের এই নতুন ধারণার নাম দিয়েছেন 'হটহাউজ আর্থ'। আর এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাঁচতে চাইলে ২০৫০ সালের মধ্যেই কার্বন নিঃসরণ পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। তাতেও যথেষ্ট হবে না। প্রাণ ও প্রকৃতির ধ্বংস সাধন করে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলছে তাও বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরিবেশ নিয়ে যেভাবে অতি জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠছে তাতে এই লক্ষ্য অর্জন খুবই কঠিন। বিজ্ঞানীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ধনী দেশের প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে বের হয়ে যাওয়ার ঘটনারও নিন্দা করেছে।

ন তু ন | ব ই

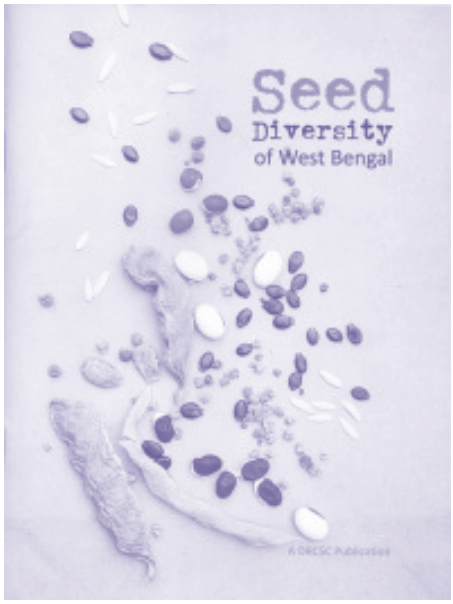

কথায় বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। আমরা মাছকে ঢাকতে চাইছি না, মাছ খোলাই থাক...। তবে শাক যে অনেক তা টের পাচ্ছি। শাক মানে শাকসবজি। এই অনেক শাকের ভেতর ৩২ দেশি শাক সবজি নিয়ে এই বই। যা লেখা হয়েছে বাংলা ও ইংরেজীতে। যাতে লেখা আছে প্রতি সবজি বোনা- তোলা ও ফলন নিয়ে বিস্তারিত। যাতে আছে বীজ বোনার হরেক পদ্ধতি, নানা ধরনের মাচা বানানো নিয়ে আলাদা করে লেখা, একেবারে ছবি দিয়ে দিয়ে। আছে এইসব বীজ কোথায় পাবেন তা নিয়ে বাংলার একেবারে দশ দিকের বীজ ভাণ্ডারের হালহদিস। মনোহারী অঙ্গসাজে সবজি-বীজ নিয়ে এই বই কর্মী-কৃষক ও কৌতুহলীর অন্যতম সহায় — বলা যায় বীজমন্ত্র !

প্রথম সংস্করণ : মে ২০১৮

দেশজ বীজ পুস্তকমালার ধারাবাহিক প্রকাশনায় এটি দ্বিতীয় বই।

৭/৯.৫ সাইজ ।। সিনরমাস আর্ট পেপার।। ৭৮ পাতা ।। ১০০ টাকা

দূরভাষ : ডিআরসিএসসি ৯১৮৬৯৭৯৭০১১৪

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪
২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু